

# অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ: ঝড়ের পূর্বাভাস - নূহ.উল.আলম লেনিন

দেশের অবস্থা ক্রমেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। কেবল কানসাট নয়, দেশের আনাচে কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের প্রকাশ, বিশেষত দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে তীব্র স্থানীয় আন্দোলন পরিস্থিতির ভয়াবহতার ইঙ্গিতবাহী। খোদ রাজধানীতে রাজনৈতিক দল যা পারেনি, গত ৫ মে যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত পনের কিলোমিটার মহাসড়ক জুড়ে বিদ্যুৎ ও পানির দাবিতে হাজার হাজার এলাকাবাসী রাস্তায় নেমে এসে তা সম্ভব করেছিল। সরকার দলীয় এমপি সালাহউদ্দিন ক্ষুব্ধ জনতার হাতে লাঞ্চিত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা উত্তপ্ত কড়াইয়ে পানির ছিটা দিতে এসে জনরোষে পড়ে পিছু হটেছেন। কয়েকজন সেনাসদস্য সামান্য আহতও হয়েছেন। এক পর্যায়ে পুলিশও পিছু হটে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়। এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ছিল কানসাটের মতোই। সন্ধ্যায় সরকারি দলের সংগঠিত সন্ত্রাসী ও পুলিশের যৌথ আক্রমণের মুখে জনতাকে বার ঘণ্টা পরে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে বটে, তবে এটাই শেষ কথা নয়। বিএনপি সাংসদ সালাহউদ্দিন এ ঘটনার পেছনে ‘আওয়ামী সন্ত্রাসীদের’ ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের যত ব্যর্থ চেষ্টাই করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত সরকারের পক্ষে ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা ওই এলাকার বাসিন্দাদের কাছে শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা এবং অবিলম্বে পানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের অঙ্গীকার করেন।

৫ মে গভীর রাত থেকে সেনাবাহিনী শনির আখড়া.ডেমরা অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে ট্যাংক লরিতে পানি বিতরণ করছে। সম্ভাব্য বিক্ষোভের ভয়ে ‘জাতীয়তাবাদী পুলিশ বাহিনীর’ পাশাপাশি যুবদল.শ্রমিকদলের সশস্ত্র ক্যাডারদের শনির আখড়া, দনিয়াসহ স্পর্শকাতর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। কানসাট গণঅভ্যুত্থানের পর খোদ ঢাকার একাংশে রত্নমূর্তি নিয়ে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ও রাজপথ দখল শাসকগোষ্ঠীকে যে ভেতরে ভেতরে বিচলিত করে তুলেছে, সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

সাড়ে চার বছর লুটপাটে ব্যস্ত জোট সরকার এখন বিদায় নেওয়ার আগে যত গালভরা বুলি আওড়াক, প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিক এবং হুমি তুমি করুক, তারা বিদ্যুৎ, পানি, ডিজেল সমস্যার সমাধান এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। আগামী ছয়মাসে এ সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। কারণ প্রথমত, বর্তমানে যে ১০০০.১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি তা পূরণ করার মতো কোনও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ জোট সরকারের হাতে নেই; ভাড়া করা বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো এসে পৌঁছুতেই ৬ মাস লেগে যাবে। তাছাড়া এগুলো আনার পরও বিপুল ঘাটতি থেকে যাবে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুতের কারণেই রাজধানীর ডিপটিউবওয়েলগুলো পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে পারবে না। তৃতীয়ত, অনিবার্যভাবে সরকার ডিজেলসহ তরল জ্বালানির দাম অন্তত আরেক দফা বাড়াতে বাধ্য হবে। ফলে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ, শিল্পপণ্যের উৎপাদন ব্যয়, পরিবহন ভাড়া এবং সেচের খরচসহ কৃষিপণ্যের দাম বাড়বে। চতুর্থত, বিদায়ের আগে ক্ষমতাসীন মূল্যসন্ত্রাসী সিডিকেট যে শেষ দাও মারার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে, তাতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তদুপরি সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ যেভাবে ক্রমেই শিথিল হচ্ছে, তাতে অপরাধ প্রবণতা এবং সামাজিক সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, খুন.খারাবি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন.শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সেই

ইঙ্গিতই বহন করছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর গত ৭ মে স্বীকার করেছেন, একমাত্র এপ্রিল মাসেই ঢাকায় ২৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এবং উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই।

এমনিতেই জনজীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। গ্রাম.শহর সর্বত্র দানা বেঁধে উঠেছে তীব্র গণঅসন্তোষ। ক্ষমতাসীন জোটের মন্ত্রী, এমপিদের অনেকেই জনগণের হাতে নাজেহাল হচ্ছেন। বিএনপি ও জামাতের নেতারা কেবল সাধারণ মানুষের কাছেই নয়, দলীয় কর্মী, সমর্থকদের কাছেও বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন। তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পেরে যথারীতি বিরোধী দলের ওপর দায় চাপাচ্ছেন অথবা নানা কল্পকাহিনী বলে কর্মীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীকে যেন এসব সমস্যা স্পর্শই করে না। তার ভাষায় ‘উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসছে; জনগণের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে, লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, ব্যবসা.বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হাজার হাজার নতুন শিল্প কারখানা হয়েছে। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বা বিদ্যুৎ সমস্যা আসলে কোনও সমস্যা নয়।’ বেগম জিয়ার মতে দেশের আসল সমস্যা বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি। মানুষের মনে কোনও ক্ষোভ, দুঃখ.যন্ত্রণা নেই; আওয়ামী লীগই এসব উক্ষে তুলছে।

গত ৭ মে রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে এলজিআরডি মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া আরেকটি ‘অতি বিজ্ঞজনোচিত’ সরেস মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘উন্নয়ন হলে তো জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। যত উন্নয়ন হবে ততোই জিনিসপত্রের দাম বেশি হবে।’ তিনি এ অবস্থাকে তুলনা করেছেন ব্রিটেনের সঙ্গে। আমি জানিনা একদা মার্কসিস্ট অর্থনীতি ও দর্শনের অনুসারী মান্নান ভূঁইয়াকে কোনও সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছেন কিনা যে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয়.উপার্জন, ভোগের পরিমাণ কী হারে বেড়েছে বা আদৌ বেড়েছে কি না? ভোগ্যপণ্যের মূল্য হার বৃদ্ধির সঙ্গে জনগণের প্রকৃত আয়.উপার্জন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির অনুপাত কী?

আসলে বিএনপি.জামাত জোট সরকার গত চার বছরে কেবল দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়নি। মিথ্যাচারেও তারা নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। কিন্তু শত মিথ্যাচার ও কল্পিত উন্নয়নের জোয়ারের ঢাকঢোল পিটিয়েও দেশবাসীকে এখন আর ভুলাতে পারছে না। দেশের উন্নতি হলে, জনগণের আয়.রোজগার বাড়লে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হলে তা ঢাক.ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার প্রয়োজন হয় না। মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে- পাচ্ছে কোথায়, কার কতটা উন্নতি হয়েছে। অপপ্রচার ও মিথ্যার ঢাক.ঢোল যে কোনও কাজে আসে না সে অভিজ্ঞতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি ‘ফিল্ড মার্শাল’ আইয়ুব খানের ‘উন্নয়নের দশকের’ করুণ পরিণতি দেখে। সাড়ম্বরে, চোখ ধাঁধানো জাঁকজমকের সঙ্গে আইয়ুব খাঁ যে বছর ‘উন্নয়নের দশক’ পালন করেছেন, তার কয়েক মাসের মধ্যেই তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশে তীব্র গণঅভ্যুত্থানের মুখে তাকে মসনদ ছেড়ে পালাতে হয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিএনপি.জামাত জোটেরও সেরকম পরিণতি হবে কিনা তা আমরা হলফ করে বলতে পারব না। তবে দেশের যে অগ্নিগর্ভ অবস্থা তাতে জোট সরকারের এরকম একটা পরিণামই স্বাভাবিক ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে কানসাটে, শনির আখড়া.দনিয়ায় বা স্থানে স্থানে গণবিস্ফোরণ ঘটালেও সারাদেশব্যাপী জনগণ একসঙ্গে মরিয়া হয়ে রাজপথে নেমে আসছে না কেন? ধারাবাহিক.কর্মসূচি দিয়ে

আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির আহ্বান জানালেও জনগণ কেন উত্থান রহিত? তা হলে কী দেশবাসী বিএনপি.জামাত জোট সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হলেও, এই সরকারকে হটবার জন্য এখনও প্রস্তুত নয়? অথবা বিরোধী দল এখনও জনগণের প্রকৃত মনোভাব বুঝে তাদের মনের মতো কর্মসূচি দিতে পারেনি? নাকি দেশবাসী বিরোধী দলের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না অথবা বিএনপি.জামাত জোটকে রাজনৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যান করার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি?

এসব প্রশ্নের এককথায় কোনও জবাব নেই। একথা ঠিক দেশজুড়ে অগ্নিগর্ভ অবস্থা থাকলেই যে বিস্ফোরণ হবে, তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আর্থ.সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতি সবদিক থেকে পরিপক্ব হওয়া সত্ত্বেও সাবজেকটিভ কারণে অর্থাৎ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকার কারণে কান্টনিত পরিবর্তন না.ও হতে পারে। সাফল্য নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের ওপর।

বিরোধীদলগুলো আত্মজিজ্ঞাসার আশ্রির সামনে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন, তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি-তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবির সঙ্গে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। বিএনপি.জামাত জোটের দুঃশাসনের অবসান না হলে যে দ্রব্যমূল্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিদ্যুৎ.ডিজেল, পানির সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না এবং এজন্য সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন জরুরি- এই উপলব্ধি এখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। আজ, এই মুহূর্তে যখন বিদ্যুতের অভাবে কৃষক মাঠে সেচ দিতে পারছে না, কারখানা চলছে না, পরীক্ষার্থী ছেলে.মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না অথবা পানির অভাবে উনুনে চুলা জ্বলছে না, তেঁষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সে সময় অন্য কোনও কথা তার মনকে স্পর্শ করছে না। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া তাকে যখন দাবড়ে বেড়াচ্ছে, চিনির স্বাদ মনে হচ্ছে তেতো ঠিক সেই মুহূর্তে উচ্চতর রাজনৈতিক দাবি যত ন্যায়সঙ্গতই হোক পাবলিকের মনের তন্ত্রীতে তা তেমন ঝঙ্কার তুলছে না।

বস্তুত রাজনৈতিক স্লোগানের সঙ্গে জনজীবনের সঙ্কট মোচনের আশু ও জরুরি দাবিকে একত্রিত করে সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা সহজ হবে না। আর সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষ, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং এমনকি উচ্চবিত্তদের একাংশকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ‘টোটাল মুভমেন্ট’ বা ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

আমরা বিস্মৃত হবো না, কেবল সাবজেকটিভ সদিচ্ছা দিয়ে এবং স্কিম করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায় না। তবে একই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে ধারাবাহিক সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া হঠাৎ একটা গণবিস্ফোরণ হওয়া সম্ভব (যেমনটি ঘটেছে ৫ মে ডেমরায়) হলেও শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখা এবং সুসংগঠিত গণঅভ্যুত্থানে (কানসার্টের মতো) পরিণত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, যে কোনও আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হলে কর্মসূচির অগ্রাধিকারের বিষয়টিও গভীর বিবেচনার দাবি রাখে। আলটিমেট রাজনৈতিক কর্মসূচি বা দাবিতে মানুষকে জাগিয়ে তোলা ও সংগঠিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে জনজীবনের জরুরি ইস্যুগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া গণআন্দোলনের একটি পরীক্ষিত কৌশল। উনসত্তরের ছাত্র আন্দোলনের ১১ দফা কর্মসূচির প্রথম দফাটি ছিল ছাত্র সমাজের শিক্ষা.জীবনের জরুরি কতগুলো ইস্যু। জনপ্রিয় ওইসব সর্বজনীন অরাজনৈতিক দাবি ব্যাপক ছাত্রসমাজকে সম্পৃক্ত করতে সহায়ক হয়।

১৪ দলের চলমান আন্দোলনে সম্ভবত কিছু ফাঁক ফোঁকড় রয়ে গেছে। তাছাড়া জনগণের মধ্যে আস্থার সঙ্কট এখনও কাটেনি। কাজেই অগ্নিগর্ভ হওয়া সত্ত্বেও দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হচ্ছে না।

তৃতীয়ত মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত প্রাক নির্বাচনী সংগ্রামে নেমে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রার্থীরা দল বেঁধে জনগণের ‘দোয়া’ চেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা ভোটের খোঁয়াবে এতটাই মশগুল যে বিদ্যুৎ, পানি, ডিজেল, সার, দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি জনজীবনের সমস্যাগুলো তাদের কাছে খুব একটা গুরুত্ব পায় বলে মনে হয় না। বিরোধী দলের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রার্থীরাও দেশের কোনও অঞ্চলে ‘কানসাট মডেলে’ কোনও আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বলে মনে হয় না। গুটি কয়েক স্থানে যেসব উদ্যোগের কথা শুনি তাতে বরং স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরাই উৎসাহী ভূমিকা পালন করছে।

শেষ কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ হঠাত্ত্বের দেশ। এ দেশের আপাত শান্ত প্রকৃতির মতো জনগণের মনমেজাজ কখন যে আকস্মিক কালবোশেখির মতো সব কিছু তছনছ করে দেবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে ঝড়ের আগে চারদিকটা যেমন গুমোট মনে হয়, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অনেকটা তেমনই মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সাহস, আন্তরিকতা এবং জনজীবনের সঙ্কট মোচনের প্রশ্নে সততা ও নিষ্ঠার ওপর নির্ভর করছে ‘নতুনের কেতন’ উড়িয়ে ‘কালবোশেখির ঝড়’ ‘জয়ধ্বনি’ তুলবে কিনা।

০৮.০৫.০৬

নূহ.উল.আলম লেনিন: রাজনীতিক ও কলাম লেখক।

Published in Daily AjkerKagoj, Dhaka

বুধবার  
বৈশাখ ২৭, ১৪১৩  
রবিউস সানি ১১, ১৪২৭  
May 10, 2006